মধ্যযুগীয় দেশি-গানের রূপবৈচিত্র্য

প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় সংগীতশাস্ত্রের গ্রন্থগুলি খুব ভালো করে এবং বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি দিয়ে পড়লে ভারতীয় সংগীতের ক্রমবিবর্তনের একটা ধারা সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। সেই ধারাকে আরও সুস্পষ্টভাবে বুঝতে গেলে সত্যিকারের সংগীতজ্ঞানীর সাহায্য নেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। নিজে নিজে আন্দাজী ব্যাখ্যা করতে গেলে অথবা 'উস্তাদজী'-র ব্যাখ্যাকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে, 'অভ্রান্ত' ধরে নিলে আমাদের পদে পদে বিপদে পড়ার সম্ভাবনা থাকবেই। কণ্ঠমার্জনা ও হস্তমার্জনায় গলা ও হাতের দক্ষতা নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না। পদ্ধতিগত অনুসন্ধানের মাধ্যমে অগ্রসর হলেই জ্ঞানরাজ্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছানো সম্ভব হতে পারে। এই পদ্ধতিগত অনুসন্ধানই আমাদের জানিয়ে দেয় যে, খ্রিস্টীয় ১৪শ-১৫শ শতাব্দী থেকে প্রাচীন প্রবন্ধ বা কম্পোজিশনের যুগ শেষ হয়ে গিয়ে উত্তর-দক্ষিণ ভারতে কতকগুলি নির্দিষ্ট রীতির "গীতশৈলী" ধীরে ধীরে জন্মাতে শুরু করে। ১৪শ-১৮শ শতাব্দী কাল পর্যন্ত যে-সব গীতশৈলী জন্মলাভ করেছিল সেগুলি হলো এই রকম :

(ক) উত্তর-ভারতীয়—খয়াল্, ধুর্‌পদ বা ধ্রুপদ, ধমার, প্রবন্ধ, অর্বাচীন গীত, সংগীত, ছন্দ, জুগলবন্ধ, ধারু, সাদ্‌রা, বিষ্ণুপদ, রাগমালা, সুর্‌গম, জাট্ বা জাত্, টপ্পা, ঠুম্‌রী, তরানা, তিলানা, ত্রিবট, চতুরঙ্গ, পঞ্চরঙ্গ, হপ্তরঙ্গ, কৌল, গুল্‌নক্স প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(খ) দক্ষিণ-ভারতীয়—কীর্তনম্, পদম্, গীতম্, প্রবন্ধম্, কৃতি, বর্ণম্, রাগমালিকা, জাবলী, তিল্লানা, জতিস্বরম্, জ্বরজাতি....ইত্যাদি।

উপরোক্ত গীতশৈলীগুলি সবই মধ্যযুগীয় 'দেশি' (অভিজাত) বা আঞ্চলিক রাগাশ্রিত গান।

সর্বপ্রথমে আমরা উত্তরী বা হিন্দুস্তানী প্রচলিত গীতশৈলীগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান করবো। এখানে একটি কথা আমাদের বিশেষভাবে জ্ঞাতব্য। সেটি হচ্ছে, উপরোক্ত গীতশৈলীগুলিকে **বর্তমান কালে 'মার্গ-সংগীত' রূপ ভুলক্রমে চিহ্নিত হয়ে থাকে।** খ্যাতিমান সংগীতশিল্পী থেকে শুরু করে প্রচারমাধ্যমের প্রায় সব কটি শাখা কেন যে আধুনিক যুগের ক্ল্যাসিকাল সংগীতকে মার্গ-সংগীত রূপে আখ্যায়িত করেন, তা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। কারণ, উপরোক্ত রাগাশ্রিত গীতশৈলীগুলির সবই 'দেশি', 'অভিজাত-দেশি' অথবা 'মার্গ-দেশি' কিংবা 'মার্গী' পর্যায়ভুক্ত। কোনোভাবেই 'মার্গ' বা গান্ধর্ব সংগীতের পর্যায়ভুক্ত নয়। কারণ, মার্গ বা গান্ধর্ব সংগীতের ভাষা সংস্কৃত স্বর-পদ-তাল ইত্যাদি কঠিন সাংগীতিক নিয়মে আবদ্ধ যা যুগ-অঞ্চল-সম্প্রদায় ভেদে ভিন্নরূপ-যুক্ত হয় না এবং যা **আচার্য পরম্পরায়** প্রচলিত হয় (ঘরানার উস্তাদ পরম্পরা নয়)। কিন্তু দেশি-অভিজাত সংগীতের ক্ষেত্রে গানের ভাষা, ছন্দ, তাল, রাগ, ধাতু বা তুক্, বিষয়বস্তু এবং ভঙ্গি ইত্যাদি সবই আঞ্চলিক বা 'দেশি' হবেই।